উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ চৈত্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 26 March 2020 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

SLG + JAL

করোনা মোকাবিলায়
ক্রীড়াবিশ্ব
এগারোর পাতায়

সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য যতটা সময় লাগে ততক্ষণ ভাইরাস কাগজের উপর জীবিত থাকে না। আর কোভিড–১৯ সংক্রামিত কাউকে দিয়ে সংবাদপত্র বিলি করা হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেই।

–ডাঃ রণদীপ গুলেরিয়া
ডিরেক্টর, এইমস

যাঁকে তাঁকে লাঠি দিয়ে পাঠাবেন না

হেনস্তার খবর পেয়ে পুলিশকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : পুলিশের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার প্রবণতায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। লকডাউন ঘোষণার পর পুলিশ রাস্তাঘাটে অত্যন্ত তৎপর ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোথাও অতি সক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষ হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরেও এসেছে এই ধরনের ঘটনা। বুধবার তিনি তাই এ ব্যাপারে সতর্ক করলেন পুলিশকে। জানিয়ে দিলেন, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কাউকে হেনস্তা করা হলে, সেটা বরদাস্ত করা হবে না। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে চলতে হবে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয়, মানুষকে আইসোলেশনে পাঠিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং আর আইসোলেশন এক জিনিস নয়।' মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খবর এসেছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের লাঠি খেতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এমনকি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও রেহাই পাননি। ইতিমধ্যে হেনস্তার অভিযোগে বেশ কিছু অনলাইন অর্ডার গ্রহণকারী সংস্থা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে আরও কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, দৈনন্দিন করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। একটি মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে। অন্যটি পুলিশের। নবান্নে একটিমাত্র কন্ট্রোল রুম থাকবে। মানুষ যে–কোনও সমস্যায় ওই কন্ট্রোল রুমকে জানাতে পারবে। বাজারে, দোকানে ভিড় নিয়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে মমতা স্পষ্ট করে বলেন, 'মানুষ না খেয়ে থাকবে না। সে জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বাজারে যাঁরা আসবেন, তাঁদের দূরে দূরে লাইন করে দাঁড়াতে হবে। একসঙ্গে সাত জনের বেশি লাইনে দাঁড়াবেন না।' পরে তিনি নিজেই বোর্ডে এঁকে দেখিয়ে দেন, কীভাবে কিছুটা ফাঁক রেখে রেখে দোকানে দাঁড়াতে হবে। এদিন অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় পুলিশ চক বা চুন দিয়ে গণ্ডি কেটে দাঁড়ানোর জায়গা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির পরিবহণে যাতে কোনও বাধা না দেওয়া হয়, সেজন্য সমস্ত থানাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওসিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা কেউ যেন না আটকায়। সেটা দেখার দায়িত্ব ওসিদের। হোম ডেলিভারিও কোনওভাবে আটকানো চলবে না। অনেক প্রবীণ মানুষ হোম ডেলিভারির ওপর নির্ভর করেন। প্রয়োজনে হোম ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে পাস দিয়ে দেওয়া হবে। সেই পাসের ভিত্তিতে কর্মীদের পরিচয়পত্র দেবে সংস্থাগুলি। ওই পাস নিয়ে ডেলিভারি সংস্থার কর্মীরা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গেলেও তাদেরকে আটকানো যাবে না।' গরিবের যাতে কাজ না থাকার জন্য অর্থ সংকটে পড়তে না হয়, তার বন্দোবস্তও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি এদিন ঘোষণা করেন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি সামাজিক পেনশনগুলি একসঙ্গে দু'মাসের দিয়ে দেওয়া হবে। একসঙ্গে একমাসের র‍্যাশন দিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, সবজি বিক্রি করতে দিতে হবে। কৃষকদের মাঠে কাজ করতে দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে, কোথাও যেন জটলা না হয়। মুটেওয়ালারা সবজি বহন করলে তাদের আটকানো যাবে না। ওসিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'যাঁকে তাঁকে রাস্তায় পাঠিয়ে দিলাম লাঠি দিয়ে, তা যেন না হয়।' মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য আসলে হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য। তাঁরাই অনেকক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন বলে মনে করা হচ্ছে। হেনস্তার বদলে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারোর জ্বর হলে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কেউ না খেয়ে থাকলে বিডিওদের জানাবেন।

বিডিওরা সংশ্লিষ্ট লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কলকাতায় যাঁরা রাস্তায় থাকেন, তাঁদের নাইট শেলটারে থাকার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ বা পুরসভা আপনাদের খাবার পৌঁছে দেবে। ' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কোথাও যেন খাদ্যের অভাব না হয়। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পরিবহণের জন্য বাস চালানো হচ্ছে। সেই বাস এক জেলা থেকে আর এক জেলাতে যাচ্ছে। পরিবহণ দপ্তরকে তিনি এজন্য একটি হেল্পলাইন খুলে বাসের সময় আগাম ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ দেন। হাসপাতালে যে কর্মীরা কাজ করছেন, তাঁদেরও খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টাকার জন্য ভাববেন না। সেটা মুখ্যসচিব ও অর্থসচিব দেখে নিচ্ছেন।'

মমতার ঘোষণা

- নবান্নে কন্ট্রোল রুম। টোল ফ্রি নম্বর ১০৭০, ল্যান্ড লাইন ০৩৩–২২১৪৩৫২৬।
- যে–কোনও সমস্যা জানাতে হবে কন্ট্রোল রুমে।
- দোকানে–বাজারে এক মিটার দূরে দূরে লাইন। একসঙ্গে ৭ জনের বেশি লাইনে নয়।
- অত্যাবশ্যক পণ্য পরিবহণ আটকানো যাবে না।
- হোম ডেলিভারিতে বাধা দেওয়া চলবে না।
- মাঠে কাজ করতে পারবেন কৃষক, সবজি বিক্রিতে বাধা নয়।
- দু'মাসের সোশ্যাল পেনশন একসঙ্গে। তপশিলি জাতি–উপজাতি ও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ভাতাও একসঙ্গে।
- প্রয়োজনে বাড়িতে জল পৌঁছে দেবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।
- র‍্যাশনে একমাসের চাল–গম দেওয়া হবে।

মেডিকেলে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : রাজ্যের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল) তৈরির ছাড়পত্র দিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের দুটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। একটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, অন্যটি মালদা মেডিকেল কলেজ। দুটি মেডিকেলেই দ্রুত এই পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যেই ভিআরডিএল–এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই এখানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে বলে চিকিৎসকদের আশা।

বর্তমানে সারাদেশে গাড়ি চলাচল যেমন নিয়ন্ত্রিত তেমনই বিমান চলাচল

রায় ও মার্টিন
প্রশ্ন বিচিত্রা
Class 1 to 12
Question Bank
Class 5 to 12 English

পুরোপুরি বন্ধ। ফলে উত্তরবঙ্গের রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতার নাইসেডে পাঠানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে মালদা মেডিকেল কলেজে কিছু যন্ত্রপাতি না আসায় ল্যাবরেটরির কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি বলে মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভূষণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে বর্তমানে চারটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু এখানে ভিআরডিএল না থাকায় এখানে সোয়াইন ফ্লু, এইচ–১এন–১, করোনা ভাইরাস সহ নতুন ভাইরাসের পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। বেশ কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভিআরডিএল–এর জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা, ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য টেন্ডার করা সহ বিভিন্ন সমস্যার জন্য এতদিন এই ল্যাব চালু করা যায়নি। যদিও পরবর্তীতে পূর্ত দপ্তর এই ল্যাবের পরিকাঠামো তৈরি করে এবং মেশিনপত্র ইতিমধ্যেই বসানো হয়ে গিয়েছে। পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে ছাড়পত্র এসে গিয়েছে। মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার জানিয়েছেন, শীঘ্রই এই ভিআরডিএল চালু হয়ে যাবে। এটা চালু হয়ে গেলে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে আর নাইসেডের উপরে নির্ভর করে থাকতে হবে না। মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকার বলেন, 'ল্যাবরেটরি পুরোপুরি তৈরি রয়েছে। আমরা ছাড়পত্রও পেয়ে গিয়েছি। কিছু কারিগরি সমস্যার জন্য

এরপর আটের পাতায়

বাইকে পাঁচজন আটকাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : লকডাউন পরিস্থিতিতেও শিলিগুড়ি শহর থেকে মহকুমার গ্রাম এলাকার কিছু মানুষ কোনওভাবেই সতর্ক হতে চাইছেন না। এমন পরিস্থিতিতে লোকজনকে ঘরে ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে পুলিশকে। বুধবার শহরের ভেনাস মোড়, সেবক মোড়, এয়ারভিউ মোড়, দার্জিলিং মোড়ের পাশাপাশি হিলকার্ট রোড, সেবক রোড সহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল। জরুরি প্রয়োজনে বা যাঁরা বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে বেরিয়েছিলেন তাঁদের পুলিশ ছাড় দিলেও যাঁরা হেলমেট ছাড়া অযথা রাস্তায় ঘুরেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়। এদিন শহরের রাস্তায় দেখা যায় একটি বাইকে পাঁচজন মিলে চড়েছেন। বাইকে একজন মহিলা সহ দুটি শিশু ছিল। হসপিটাল মোড় থেকে ভেনাস মোড়ের দিকে আসার সময় পুলিশ বাইকটিকে আটকায়। এমন ছবি এদিন বারবার দেখা গিয়েছে শহরের রাস্তায়। হেলমেট ছাড়া শহরের প্রধান রাস্তায় একদল উঠতি বয়সের ছেলে এদিনও দাপিয়ে বেরিয়েছে। এদের শায়েস্তা করতে পুলিশ বেশ কিছু জায়গায় লাঠিচার্জ করে।

এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতে করোনা আক্রান্তের কোনও হদিস পাওয়া না গেলেও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। বিশেষ করে লকডাউন চলাকালীন খাদ্যসামগ্রী মিলবে কি না তা নিয়ে আতঙ্কিত শহরের মানুষ। গতকাল প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করার পর রাতেই পাড়ায় মুদির দোকানগুলিতে মানুষের লাইন পড়ে যায়। এদিন সকালেও শহরের বিভিন্ন বাজারে ভিড় ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় লোকজন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেননি। এদিকে, শহরে রান্নার গ্যাসের

শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ের কাছে পুলিশি তৎপরতা। ছবি ঃ সূত্রধর

দোকানের সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন দেখা যায়। অনেকেই জানান, বেশ কয়েকদিন থেকে গ্যাস মিলছে না। সেজন্য গ্যাসের দোকান থেকে ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেকে কালোবাজারির অভিযোগও করেন।

করোনা সতর্কতা মেনে ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে সোশ্যাল ডিসট্যান্স বজায় রাখার কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ির ব্লক প্রশাসন এবং জেলা পুলিশ। সরকার সবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়ায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়িতে সবজির পাইকারি বাজার খোলা ছিল। তবে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাজারটি সরিয়ে মহম্মদ বক্স মোড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বুধবার ভোরে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার, ফাঁসিদেওয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুণাভ দাস, ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুজিত লামা,

এরপর আটের পাতায়

লকডাউন লাঠি উঁচিয়ে ঘরে ঢোকাল পুলিশ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৫ মার্চ : দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ সচেতন নন। যে কারণে বুধবার সাতসকালেই জেলার প্রতিটি মুদির দোকান থেকে শুরু করে সবজির দোকান, ওষুধের দোকান–সর্বত্রই লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। তবে পুলিশ রাস্তায় নামতেই ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাঘাট। মানুষকে ঘরে ঢোকাতে এদিন জেলাজুড়েই পুলিশি তৎপরতা দেখা গিয়েছে। কোথাও অনুরোধ করে, কোথাও বা ধমকে মানুষকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। সকাল থেকেই মালের এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় দল ওদলাবাড়ির সবজি ও মাছ–মাংসের বাজারে টহল দেয়। যার জেরে বাজারে ভিড় করে থাকা অনেক ক্রেতাই লাঠিপেটা খাওয়ার ভয়ে পালিয়ে যান। টহলদারির সময় প্রয়োজন ছাড়াই বেশ কিছু যুবককে বাইরে ঘুরতে দেখে পুলিশ তাদেরও লাঠিপেটা করে।

বুধবার জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে খাদ্যসামগ্রী কেনার জন্য উপচে পড়া ভিড় ছিল। দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শরৎ মণ্ডল বলেন, 'খাদ্যসামগ্রী নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এখন বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী রয়েছে।' রাজগঞ্জ ব্লক কার্যত শুনসান ছিল। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকান বন্ধ ছিল। রাস্তাঘাটে লোকজন তেমন বের হননি। দুই বা তিন চাকার যানবাহন খুব কম চলাচল করেছে। চা বাগানও বন্ধ ছিল। কিছু সংখ্যক মানুষ লকডাউনকে উপেক্ষা করেই রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। তবে সরকারি নির্দেশকে কঠোরভাবে পালন করতে ময়দানে নামে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। সকাল থেকেই ময়নাগুড়িতে পুলিশের তরফে মাইকিং করা হয়। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মুদিখানার দোকান খোলা ছিল। এদিন সকালের দিকে বাজারে সবজি ও মুদিখানার দোকানে ক্রেতারা ভিড় জমান। বাজার ও পাড়ার মোড়ে কয়েক জায়গায় মানুষের জটলা দেখে পুলিশ তাঁদের ফাঁকা করে দিতে বলে। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ মেনে চলার জন্য মাইকিং করা হয়। বানারহাট এলাকায় লকডাউনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান ছাড়া অন্য সব দোকানপাট বন্ধই ছিল। তবে সকালের দিকে দু'একটি জায়গায় অহেতুক মানুষজনের জমায়েত সরিয়ে দিতে পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে দেখা গিয়েছে। বিপরীত ছবি ধরা পড়ল চামুর্চি বাজারে। এদিন ছিল চামুর্চির সাপ্তাহিক হাটবার। হাটে সবজি সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানে ভিড় জমিয়ে এলাকাবাসীকে কেনাকাটা করতে দেখা যায়। তবে কিছু সচেতন এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বুধবার সকাল থেকে লাটাগুড়ি হাট ও মৌলানি বাজারে ক্রেতা–বিক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। খবর পেয়ে পুলিশ ব্যবসায়ীদের তুলে দেন। এদিন বিন্নাগুড়িতে সবজি ও ফলের দোকান বাদ দিয়ে সব দোকানপাট বন্ধ ছিল। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও শাকসবজি কিনতে দোকানগুলিতে সাধারণ মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। যাতে কেউ বাড়ি থেকে না বের হন সেজন্য বানারহাট থানার তরফে মাইকিং করা হচ্ছে। এদিন মাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাল থানার ওসি শুভাশিস চক্রবর্তী ও অন্য আধিকারিকরা টহল দেন। শহরে লকডাউন নিয়ে পুরসভা মাইকযোগে প্রচার চালাচ্ছে। অহেতুক ভিড় জমালে বা অকারণে কেউ বাইরে বের হলে পুলিশ তাদের হটিয়ে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। ফাঁড়ির অধীনে থাকা সব কটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের সঙ্গে কথা বলে প্রচার চালানো হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

জলপাইগুড়িতে সচেতন করতে পুলিশের তৎপরতা। ছবি ঃ সমীর

১০০ দিনের কাজ এই সপ্তাহে একজনও আসেননি

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : লকডাউনের জেরে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন খেটেখাওয়া মানুষ। তাঁদের কাজের খুব প্রয়োজন সত্ত্বেও তাঁরা ১০০ দিনের কাজে আসতেই ভয় পাচ্ছেন। এই প্রকল্পে কাজ চেয়ে গত সপ্তাহে অনেকেই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু করোনার আতঙ্ক যত ছড়িয়েছে, লকডাউনের সময়সীমা যত বেড়েছে, মানুষ ততই গৃহবন্দি হতে শিখেছেন। ফলে চলতি সপ্তাহে একজনও ১০০ দিনের কাজ করতে আসেননি।

প্রশাসনের তরফে জেলার ৮০ টি পঞ্চায়েত অফিস খুলে রেখে রোস্টার মেনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লকডাউন ঘোষণার পর থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষও আর কাজে বেরোতে চাইছেন না। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক সজল তামাং বলেন, 'রাজ্যে লকডাউন ঘোষণার আগেই আমরা পঞ্চায়েত অফিসগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলাম রোস্টার মেনে কাজ চালিয়ে যেতে। কিন্তু দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পরে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে চাইছেন না। কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় কাজে পঞ্চায়েত সদস্যদের সজাগ থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' জেলাশাসক অভিষেককুমার তিওয়ারি বলেন, 'আমরা ১০০ দিনের প্রকল্পে রোস্টার তৈরি করার পরেও মানুষ কাজে আসতে চাইছেন না। কাজে এলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ দেওয়ার নির্দেশ সব বিডিওকে দেওয়া হয়েছে। গরিবদের র‍্যাশন দেওয়ার বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য আমরা তৈরি আছি।'

কাজের দরকার থাকলেও করোনা আতঙ্কের জেরে কাজে যেতে পারছেন না বেরুবাড়ির কালীচরণ রায়, সবিতা বর্মন, বোদাগঞ্জের সুদেব মণ্ডল প্রমুখ। কালীচরণ রায়ের বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে ১০০ দিনের কাজ খুবই দরকার। আমরা দিনমজুরি করেই খাই। কিন্তু যেভাবে করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, জমায়েত করলে পুলিশ ধরছে, তাতে নাম তুলেও ভয়ে কাজে যেতে পারছি না।'জেলা প্রশাসনের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নোডাল আধিকারিক সোমনাথ চ্যাটার্জি বলেন, 'লকডাউনের পাশাপাশি জমায়েত এড়ানোর নির্দেশিকা জারি রয়েছে। সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমরা রোস্টার তৈরি করার পরেও কাজে কেউ না আসায় কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছি।' এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন,

এরপর আটের পাতায়

করোনা ঠেকাতে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

মানুষকে সচেতন করতে পারে খবরের কাগজ : মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা সংক্রমণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং সম্পাদকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি সংবাদপত্রের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, সংবাদপত্র প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারে এবং একেবারে নীচুতলায় সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে পারে। সেই কারণে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর মতে, সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা অনস্বীকার্য। তিনি লক্ষ করেছেন সংবাদপত্রের যেসব পাতায় স্থানীয় এলাকার খবর থাকে সেসব পাতার দিকেই পাঠকদের নজর বেশি থাকে। সে কারণে তিনি মনে করেন করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় সচেতনতা প্রচারের ক্ষেত্রে ওইসব পাতাকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেক তথ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যেমন কোথায় কোথায় পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে, কাদের পরীক্ষা করানো

বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। –পিটিআই

উচিত, পরীক্ষা করানোর জন্য কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং বাড়িতে কোয়ারান্টিনে থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলা উচিত– এইসব কিছু সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করা সম্ভব। তিনি মনে করেন লকডাউনের সময় কোথায় কোথায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে আঞ্চলিক খবরের পাতাকে ব্যবহার করা সম্ভব। সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আর্জি, সংবাদপত্র যেন মানুষ এবং সরকারের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়।

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ যেন বাড়ির বাইরে না বেরোন এবং ভিড় ও জমায়েত এড়িয়ে চলেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি

> **সংবাদপত্রের কর্মীরা দিনরাত কষ্ট করছে আপনাদের কাছে খবর পৌঁছে দেবে বলে। কিন্তু বর্তমানে পরিবহণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে ওদের কাজে বাধা দেবেন না। পুলিশকে বলে দিয়েছি হকারদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে।**
>
> **– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে পুলিশ দোকানের সামনে দাগ টেনে দিচ্ছে যাতে ক্রেতারা সেই দাগের ভিতরেই থাকেন। সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা ভাইরাস সংক্রমণের নেতিবাচক প্রভাবের কথা প্রতিনিয়ত মানুষকে মনে করিয়ে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি গুজবের মোকাবিলা করার কথাও মনে করিয়ে দেন এবং বলেন, সংবাদপত্রের উচিত মানুষের মনোবল যাতে চাঙ্গা থাকে তার চেষ্টা করা।

অন্যদিকে, সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকরা করোনার মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার কথা উল্লেখ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ইতিমধ্যে বারাণসীর জেলা প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সংবাদপত্র থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায় এমন গুজব ছড়ালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারাণসীর জেলাশাসক কৌশলরাজ শর্মার বক্তব্য, 'কোনও ব্যক্তি, হাউজিং সোসাইটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ অথবা নিরাপত্তারক্ষীরা যদি সংবাদপত্রের গাড়ি আটকায় অথবা সংবাদপত্র বিলি করতে বাধা দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইপিসি ১৮৮ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারাণসীর এসএসপি প্রভাকর চৌধুরীও একই রকম ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।